পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি ব্যুরো
ডাইরী নম্বর.........তাং.........
পরিচালক (.........................)
উপপরিচালক (প্রশাসন/সাধারণ/অর্থ ও বাজেট)
সহকারী পরিচালক (হিসাব শাখা)

"মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা
www.bmet.gov.bd
কর্মসংস্থান শাখা

বিষয় : **করোনায় আটকে পড়া বাংলাদেশীদের কাতারে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে।**

সূত্র : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৪৯.০১০.০৩২.০০.৪৩.২০১২-৩৯৪, তারিখ: ২২/১০/২০২০খ্রি:

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক করোনায় আটকে পড়া বাংলাদেশীদের কাতারে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থাসহ বিএমইটির ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনানুসারে- ১(এক) পাতা।

(ডি এম আতিকুর রহমান)
উপসচিব
পরিচালক (কর্মসংস্থান)
ফোন-৮৩০০৫৬৫

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বিএমইটি, ঢাকা।

ইউওনোট নং-৪৯.০১.০০০০.০২০.৩১.০৫৭.(২).১৬-১৭১৪ তারিখ: ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ

22-11-20

"মুজিব বর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

মহা-পরিচালক
জনশক্তি ব্যুরো
প্রাপ্তির তাং ২২/১০/২০২০
ডাইরী নং
পরিচালক
অনুস্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
কর্মসংস্থান শাখা-২
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০১০.০৩২.০০.৪৩.২০১২-৩৭৪ তারিখ: ২২/১০/২০২০ খ্রি.

বিষয়: করোনায় বাংলাদেশে আটকে পড়া কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাতারে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে।

সূত্র: কাতারস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের পত্র নম্বর: ৪৯.০১.৯৭৪১.০০৭.১৬.১৫.২০১৭.৭৫৬; তারিখ: ১২/১০/২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, করোনার কারণে বাংলাদেশে আটকে পড়া কাতার প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সেদেশে ফিরিয়ে নেয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কাতারস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনটি এতদসঙ্গে যুক্ত করা হলো (কপি সংযুক্ত)। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, কাতার সরকার কর্তৃক চালুকৃত Exceptional Entry Permit System এ অনলাইনে নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে আটকে পড়া প্রবাসীদের পক্ষে তার স্পন্সরকে আবেদন করতে হয়। আবেদনটি কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিবেচনা করে Entry Permit এর অনুমোদন দিয়ে থাকে। Entry Permit এর আবেদন অনুমোদিত হলে তার একটি বার্তা কর্মীর নির্ধারিত ই-মেইলে চলে যায়। উক্ত পারমিটের কপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে কাতারে আসতে পারে। ইতোমধ্যে, এ পদ্ধতিতে প্রায় ২০০০ বাংলাদেশি কর্মী কাতারে আগমন করেছে।

H.A
২৮.১০.২০২০

০২। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে যে, কাতার সরকার Exceptional Entry Permit এর আবেদন গ্রহণের পর প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক কর্মীর বয়স, প্রয়োজনীয়তা ও মানবিক দিক বিবেচনা ইত্যাদির আলোকে কর্মীকে কাতারে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন দেশ হতে কাতারে প্রত্যাবর্তনের পর কোয়ারেন্টাইনে থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত কোয়ারেন্টাইনের পর্যাপ্ততার বিষয়টি প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক কর্মীদের Exceptional Entry Permit অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হয়ে থাকতে পারে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য দেশ থেকে কাতারে আগমনকারী কিছু প্রবাসী নাগরিক করোনা আক্রান্ত বলে জানা গেছে, যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনে বাধ্য করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি অত্র মন্ত্রণালয়ের অবগতিপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষত: ঢাকাস্থ সংবাদ মাধ্যম ও আটকে পড়া প্রবাসীদের জ্ঞাতার্থে যথাযথ ব্যবহার করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, বাংলাদেশ দূতাবাস, কাতার এর স্বব্যাখ্যাত পত্রটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। করোনা পরিস্থিতিতে কাতার গমনেচ্ছু আটকে পড়া প্রবাসীদের কাতার সরকার কর্তৃক চালুকৃত Exceptional Entry Permit System সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত করার লক্ষ্যে বিষয়টি ঢাকাস্থ সংবাদ মাধ্যমে, বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে এবং অন্যান্য উপযুক্ত মাধ্যমে প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ শাহীন) ২২/১০/২০২০
উপসচিব
ফোন-৪১০৩০২৫২
ই-মেইল: sasemployment 2 @probashi.gov.bd

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার।
২. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫. অতিরিক্ত সচিব (কর্মসংস্থান অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৬. অফিস কপি।

"মুজিব বর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

জরুরী

বাংলাদেশ দূতাবাস
শ্রম উইং
দোহা, কাতার।

নং-৪৯.০১.৯৭৪১.০০৭.১৬.১৫.২০১৭. 756

তারিখ : ১২/১০/ ২০২০ খ্রি:।

বিষয় : করোনায় বাংলাদেশে আটকে পড়া কাতার প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাতারে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, করোনার কারনে কিছু সংখ্যক কাতার প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী বাংলাদেশে আটকা পড়েছেন। আটকে পড়া কর্মীদের ফিরিয়ে আনতে কাতার সরকার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে Exceptional Entry Permit System চালু করে। অনলাইনে নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে আটকে পড়া প্রবাসীদের পক্ষে তাঁর স্পন্সরকে আবেদন করতে হয়। আবেদনটি কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিবেচনা করে Entry Permit এর অনুমোদন দিয়ে থাকে। Entry Permit এর আবেদন অনুমোদিত হলে তার একটি বার্তা কর্মীর নির্ধারিত ই-মেইলে চলে যায়। উক্ত পারমিটের কপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে কাতারে আসতে পারে। ইতোমধ্যে, এ পদ্ধতিতে প্রায় ২০০০ বাংলাদেশী কর্মী কাতারে আগমন করে। এছাড়া অনেকের আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা পদ্ধতিগত কারনে বিলম্ব হচ্ছে। কাতারস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। উদাহরনস্বরূপ, কাতারস্থ Al Zaeem Polyclinic পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির ভারতীয় একজন নার্সকে কাতারে আনয়নের জন্য আবেদন করেও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। যদিও উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

০২। করোনার কারনে ছুটিতে গিয়ে বাংলাদেশে আটকে পড়া কাতার প্রবাসী বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ দূতাবাস ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কাতারে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক এমন বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য Exceptional Entry Permit System এর মাধ্যমে দাখিলকৃত আবেদনের মধ্যে যেসব আবেদন পেন্ডিং ও রিজেক্ট করা হয়েছে, তাদেরকে দূতাবাসের নির্ধারিত ই-মেইলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা সরাসরি এসে তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কাতার সরকার কর্তৃক পেন্ডিং ও রিজেক্ট করা হয়েছে এমন ১,১০০টি আবেদনের তথ্য ইতোমধ্যে দূতাবাসের জমা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ সুপারিশের প্রেক্ষিতে কতিপয় আবেদন অনুমোদিত হয়েছে মর্মে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ-০৬ জন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর আবেদন সুপারিশসহ দূতাবাস কর্তৃক প্রেরণ করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করে। পরবর্তীতে তা অনুমোদনের জন্য কাতারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে ০১ জন ব্যবসায়ী জনাব আঃ আজিজ খান কাতারে প্রবেশ করেছেন মর্মে জানা যায়।

০৩। উল্লেখ্য, কাতার সরকার Exceptional Entry Permit এর আবেদন গ্রহনের পর প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক কর্মীর বয়স, প্রয়োজনীয়তা ও মানবিক দিক বিবেচনা ইত্যাদির আলোকে কর্মীকে কাতারে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন দেশ হতে কাতারে প্রত্যাবর্তনের পর কোয়ারেন্টাইনে থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত কোয়ারেন্টাইনের পর্যাপ্ততার বিষয়টি প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক কর্মীদের Exceptional Entry Permit অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হয়ে থাকতে পারে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য দেশ থেকে কাতারে আগমনকারী কিছু প্রবাসী নাগরিক করোনা আক্রান্ত বলে জানা গেছে, যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনে বাধ্য করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৪। বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিশেষতঃ ঢাকাস্থ সংবাদ মাধ্যম ও আটকে পড়া প্রবাসীদের জ্ঞাতার্থে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রেরণ করা হলো। এ বিষয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

(ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান)
কাউন্সেলর (শ্রম)
টেলিফোনঃ +৯৭৪-৪০৩৭৪৭২৫ (অফিস)
e-mail- qatarlabourwing@gmail.com

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

০১. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার।
০২. যুগ্মসচিব (মিশন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় জ্ঞাতার্থে)
০৪. উপসচিব (মিশন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫. অফিস কপি।